

বিষয়: বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে গৃহ নির্মাণ/জমিসহ তৈরি বাড়ি ক্রয়/ফ্ল্যাট ক্রয়ের ক্ষেত্রে ঋণ প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালা- ২০২১।

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন:

- (ক) এই নীতিমালা 'বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ এর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে গৃহ নির্মাণ/জমিসহ তৈরি বাড়ি ক্রয়/ ফ্ল্যাট ক্রয়ের ক্ষেত্রে ঋণ প্রদানের নীতিমালা ২০২১ নামে অভিহিত হবে।
- (খ) এই নীতিমালা ১৭-০২-২০২২ তারিখ হতে কার্যকর হবে।

২। সংজ্ঞা:

বিষয় ও প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকলে এই নীতিমালায়-

- (ক) গৃহ নির্মাণ ঋণ অর্থ বাড়ি (আবাসিক) নির্মাণের জন্য একক ঋণ, জমি ক্রয়সহ বাড়ি (আবাসিক) নির্মাণের জন্য গ্রুপ ভিত্তিক ঋণ, জমিসহ তৈরি বাড়ি ক্রয়ের জন্য একক ঋণ এবং ফ্ল্যাট ক্রয়ের জন্য একক ঋণকে বুঝাবে;
- (খ) কর্মকর্তা/কর্মচারী অর্থ বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের শুধুমাত্র স্থায়ী পদের বিপরীতে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে বুঝাবে;
- (গ) ঋণ গ্রহিতা অর্থ বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের আওতাধীন কার্যালয়সমূহে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারী যারা এই নীতিমালার আওতায় গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা সম্পন্ন তাদের বুঝাবে;
- (ঘ) কর্তৃপক্ষ বলতে বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষকে বুঝাবে; এবং
- (ঙ) ক্রয় বলতে স্থায়ীভাবে সম্পত্তি হস্তান্তর ছাড়াও সরকারি সংস্থা হতে গৃহ নির্মাণের জন্য লীজ গ্রহণকেও বুঝাবে।

৩। ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা:

- (ক) গৃহ নির্মাণ/জমিসহ তৈরি ফ্ল্যাট ক্রয় বা ফ্ল্যাট ক্রয়ের ক্ষেত্রে ঋণের জন্য আবেদনকারীর (ঋণ গ্রহিতা) বেবিচ কর্তৃপক্ষের চাকুরি স্থায়ী হতে হবে।

- (খ) গৃহ নিমাণ ঋণ প্রাপ্তির জন্য সর্বোচ্চ বয়সসীমা হবে ৫৮ (আটাল্ল) বছর। তবে, ভবিষ্যতে সরকার চাকুরির মেয়াদ বৃদ্ধি করলে বর্ধিত সময় সর্বোচ্চ বয়সসীমার সাথে যোগ হবে।
- (গ) কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রজু এবং দুর্নীতি মামলার ক্ষেত্রে চার্জশীট দাখিল হলে মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত এ নীতিমালার আওতায় ঋণ গ্রহণের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না।
- (ঘ) বেবিচ কর্তৃপক্ষের চাকুরীতে চুক্তিভিত্তিক, খন্ডকালীন ও অস্থায়ী ভিত্তিতে নিযুক্ত কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী এই নীতিমালার আওতায় ঋণ পাওয়ার যোগ্য বিবেচিত হবেন না।

৪। ঋণ প্রাপ্তির শর্ত:

- (ক) এ নীতিমালার আওতায় বেবিচ কর্তৃপক্ষের একজন কর্মকর্তা/কর্মচারী দেশের যে কোন এলাকায় গৃহনির্মাণ, জমিসহ তৈরি বাড়ি ক্রয় বা ফ্ল্যাট ক্রয়ের উদ্দেশ্যে ঋণ গ্রহণ করতে পারবেন।
- (খ) গৃহ নির্মাণ/ জমিসহ তৈরি বাড়ি ক্রয় বা ফ্ল্যাট ক্রয়ের ক্ষেত্রে ভবনের নকশা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।
- (গ) ঋণ প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে প্রস্তাবিত ভূমি বা ফ্ল্যাট সম্পূর্ণ দায়মুক্ত হতে হবে।
- (ঘ) ঋণ প্রদানকারী ব্যাংক বা বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্ধারিত ব্যাংকে সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর একটি ব্যাংক হিসাব থাকতে হবে। উক্ত হিসাবের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ঋণ গ্রহীতা কর্মকর্তা/কর্মচারীর বেতন/ভাতা/পেনশনসহ যাবতীয় বিল এবং গৃহ নির্মাণ বা ফ্ল্যাট ক্রয় ঋণ বিতরণ ও আদায় সংক্রান্ত সমুদয় কার্যক্রম পরিচালিত হবে।
- (ঙ) ফ্ল্যাট ক্রয়ের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র সম্পূর্ণ তৈরি (Ready) ফ্ল্যাটের জন্য ঋণ প্রদান করা হবে। এক্ষেত্রে সরকারি সংস্থা কর্তৃক নির্মাণকৃত ফ্ল্যাট ক্রয়ের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ তৈরি ফ্ল্যাটের শর্ত শিথিল করা যাবে।
- (চ) কোনো কর্মকর্তা/কর্মচারী ইতোপূর্বে (এ নীতিমালা জারির পূর্বে) জমি ক্রয় আগাম/গৃহ নির্মাণ আগাম/গৃহ মেরামত আগাম বাবদ ঋণ গ্রহণ করে থাকলে উক্ত ঋণ সুদে মূলে পরিশোধপূর্বক সংশ্লিষ্ট ইউনিট ও অর্থ ও হিসাব বিভাগ সিএএবির ছাড়পত্র গ্রহণপূর্বক ঋণ গ্রহণের জন্য আবেদন করতে পারবেন।

৫। বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান:

- (ক) এ নীতিমালার আওতায় গৃহ নির্মাণ/জমিসহ তৈরি বাড়ি ক্রয়/ফ্ল্যাট ক্রয়ের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র মালিকানাধীন তফসিলী ব্যাংক বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে কার্যক্রমটি পরিচালনা করবে।
- (খ) বেবিচ কর্তৃপক্ষ ৫(১)-তে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্য কোনো রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিয়োগ করতে পারবে।



৬। তহবিলের উৎস:

এ নীতিমালা বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের নিজস্ব তহবিল হতে বেবিচ কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য গৃহ নির্মাণ ঋণ/জমিসহ তৈরি বাড়ি ক্রয় বা ফ্ল্যাট ক্রয়ের ক্ষেত্রে ঋণ প্রদান কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

৭। ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া:

৭.১ ঋণ মঞ্জুরী ও বিতরণ:

(ক) গ্রাহক নির্বাচন:

ঋণ গ্রহিতার আবেদনের প্রেক্ষিতে বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান এই নীতিমালায় অনুচ্ছেদ-৩ এ বর্ণিত ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা, অনুচ্ছেদ-৪ এ বর্ণিত শর্তাবলী এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বেবিচ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত সিলিং {অনুচ্ছেদ ৭(গ)(৩)} অনুসরণে ঋণ অনুমোদন করবে এবং ঋণ পরিশোধের চূড়ান্ত সিডিউল (Negotiated repayment schedule) প্রস্তুত করবে।

(খ) ঋণ মঞ্জুরী প্রক্রিয়াকরণ:

(১) বেবিচ কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা/কর্মচারী ও বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান-এর পারস্পরিক সুবিধা বিবেচনায় নিয়ে বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান/ব্যাংকের যে কোন শাখা অফিস হতে ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণের বিষয়টি প্রক্রিয়াকরণ করবে। এক্ষেত্রে, বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ/ব্যাংকসমূহ তাদের নিজস্ব গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রদান সংক্রান্ত যথাযথ পদ্ধতি (Due diligence) অনুসরণ করে বেবিচ কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রক্রিয়াকরণ করবে। তবে, সরকারি সংস্থা/কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্মিত ফ্ল্যাটের ক্ষেত্রে বরাদ্দ পত্রের উপর ভিত্তি করে ত্রি-পক্ষীয় ডিডের মাধ্যমে ঋণ প্রক্রিয়াকরণ করা যাবে।

(২) ঋণ প্রদানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে ব্যাংক সাময়িক অনুমোদন ও ঋণ পরিশোধের চূড়ান্ত সিডিউল (Negotiated repayment schedule) প্রস্তুত করে মঞ্জুরী আদেশ জারির জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে বেবিচ কর্তৃপক্ষের ঋণ চূড়ান্তকরণ কমিটির সদস্য-সচিব বরাবর প্রেরণ করবে।

(৩) ঋণ চূড়ান্তকরণ কমিটি নিম্নরূপ:

| | | |
|----|---|------------|
| ১. | সদস্য (প্রশাসন) | সভাপতি |
| ২. | পরিচালক (অর্থ) | সদস্য |
| ৩. | পরিচালক (সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা) | সদস্য |
| ৪. | পরিচালক (এটিএম) | সদস্য |
| ৫. | পরিচালক (মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সাধারণ প্রশিক্ষণ) | সদস্য |
| ৬. | পরিচালক (প্রশাসন) | সদস্য-সচিব |

(৪) ঋণ চূড়ান্তকরণ কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে পরিচালক (প্রশাসন) কর্তৃক কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নামে ঋণ মঞ্জুরের জন্য বোর্ডের নিকট প্রস্তাব পেশ করবে।

(৫) বোর্ডের অনুমোদনের প্রেক্ষিতে পরিচালক (প্রশাসন) কর্তৃক যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী ঋণ পাওয়ার যোগ্য বিবেচিত হবেন ঐ সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর অনুকূলে ঋণ মঞ্জুরী আদেশ জারি করবে। এরূপ প্রক্রিয়া ই-নথিতে সম্পন্নপূর্বক ই-সাইনের মাধ্যমে মঞ্জুরী আদেশ দ্রুততার সাথে জারী করবে।

(গ) ঋণের সর্বোচ্চ সিলিং নির্ধারণ:

(১) বেবিচ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত সর্বোচ্চ সিলিং ও বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক due diligence-এর মাধ্যমে নির্ণীত পরিমাণ-এ দুয়ের মধ্যে যা কম সে পরিমাণ ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ করবে। তবে সিলিং নির্ধারণের ক্ষেত্রে জমিসহ তৈরি ফ্ল্যাট ক্রয় এবং ফ্ল্যাটের ক্রয় মূল্যের সাথে রেজিস্ট্রেশন ফি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

(২) ফ্ল্যাট ক্রয়ের ক্ষেত্রে ঋণ প্রদানের জন্য ডেট (Debt) ইকুইটি এর সর্বোচ্চ রেশিও হবে ৯০:১০।

(৩) ঋণের সিলিং নিম্নে দেয়া হলো:

| ক্রম | বেতন গ্রেড/স্কেল | ঢাকা মহানগর/সকল সিটি কর্পোরেশন/বিভাগীয় সদর | জেলা সদর | অন্যান্য |
|------|---|---|----------|----------|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
| ১। | ৫ম গ্রেড ও তদুর্ধ্ব (৪৩০০০/- ও তদুর্ধ্ব) | ৭৫ লক্ষ | ৬০ লক্ষ | ৫০ লক্ষ |
| ২। | ৯ম গ্রেড হতে ৬ষ্ঠ গ্রেড (২২০০০/- হতে ৩৫৫০০/-) | ৬৫ লক্ষ | ৫৫ লক্ষ | ৪৫ লক্ষ |
| ৩। | ১৩তম গ্রেড হতে ১০ম গ্রেড (১১০০০/- হতে ১৬০০০/-) | ৫৫ লক্ষ | ৪০ লক্ষ | ৩০ লক্ষ |
| ৪। | ১৭তম গ্রেড হতে ১৪তম গ্রেড (৯০০০/- হতে ১০২০০/-) | ৪০ লক্ষ | ৩০ লক্ষ | ২৫ লক্ষ |
| ৫। | ২০তম গ্রেড হতে ১৮তম গ্রেড (৮২৫০/- হতে ৮৮০০/-) | ৩৫ লক্ষ | ২৫ লক্ষ | ২০ লক্ষ |

(৩.১) কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন গ্রেড বলতে নিজ পদের “Substantive” বেতন গ্রেড বুঝানো হবে।

(ঘ) ঋণের সুদ:

(১) বেবিচ কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের গৃহনির্মাণ ঋণের সুদের হার হবে সর্বোচ্চ ৯%। এটি হবে সরল সুদ এবং সুদের উপর কোন সুদ আদায় করা হবে না। ঋণ গ্রহীতা কর্মচারী ব্যাংক রেটের সমহারে (বর্তমানে যা ৪%) সুদ পরিশোধ করবে।

(২) সুদের অবশিষ্ট অর্থ বেবিচ কর্তৃপক্ষ ভর্তুকি হিসাবে প্রদান করবে।

(৩) সরকারি সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বেবিচ কর্তৃপক্ষ সময়ে সময়ে বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে আলোচনাপূর্বক সুদের উপরিউক্ত হার পুনঃ নির্ধারণ করতে পারবে। তবে পুনঃনির্ধারিত অনুরূপ সুদের হার কেবল মাত্র নতুন ঋণ গ্রহীতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

(ঙ) ফি:

ঋণ গ্রহীতাকে গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রাপ্তির জন্য প্রসেসিং ফি অথবা আগাম ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার অতিরিক্ত ফি প্রদান করতে হবে না।

(চ) সম্পত্তি বন্ধকীকরণ:

- (১) গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রদানের পূর্বে যে সম্পত্তিতে ঋণ প্রদান করা হবে তা বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান বরাবর রেজিস্টার্ড দলিলমূলে বন্ধক প্রদান করতে হবে।
- (২) বাস্তবীকরণে বাড়ি করার ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতার মালিকানাধীন অপর কোন সম্পত্তি বন্ধক প্রদান করা যাবে।

(ছ) মঞ্জুরীকৃত ঋণ বিতরণের কিস্তি:

- (১) গৃহ নির্মাণ কাজের উপর ভিত্তি করে মঞ্জুরীকৃত ঋণ সর্বোচ্চ চারটি কিস্তিতে বিতরণযোগ্য হবে, যা বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান এবং গ্রাহক পর্যায়ে চূড়ান্ত করা যাবে। সংশ্লিষ্ট বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত ব্যাংক শাখার নির্ধারিত হিসাব হতে ঋণের কিস্তি বিতরণ করা হবে।
- (২) সম্পূর্ণ তৈরি (Ready) ফ্ল্যাট অথবা জমিসহ তৈরি বাড়ি ক্রয়ের ক্ষেত্রে সমুদয় ঋণ এক কিস্তিতে প্রদান করা যাবে।

৭.২ ঋণের হিসাবায়ন পদ্ধতি:

- (ক) বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ আসল, কর্মকতা/কর্মচারী প্রদেয় সুদ এবং ভর্তুকি বাবদ বেবিচ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত সুদ পৃথকভাবে প্রদর্শনপূর্বক ঋণ পরিশোধের সিডিউল প্রস্তুত করবে।
- (খ) ঋণ গ্রহীতাগণকে ক্রমহ্রাসমান (Reducing balance) আসল টাকার উপর বার্ষিক ৯% সরল সুদে (৪% কর্মকতা/কর্মচারী কর্তৃক প্রদেয় এবং ৫% বেবিচ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ভর্তুকি হিসেবে প্রদেয়) ঋণ প্রদান করা হবে। অর্থ্যাৎ এক্ষেত্রে সুদের উপর কোন সুদ আরোপ করা হবে না।
- (গ) অনিবার্য কারণবশত মাসিক কিস্তি পরিশোধে বিলম্ব হলে, বিলম্বের জন্য আরোপযোগ্য সুদ শেষ কিস্তির সাথে যুক্ত হবে।

৭.৩ ঋণের মেয়াদকাল ও আদায় পদ্ধতি:

(ক) ঋণ পরিশোধের মেয়াদ:

- (১) ঋণ পরিশোধের মেয়াদকাল হবে সর্বোচ্চ ২০ বছর।
- (২) গৃহ নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রথম কিস্তির ঋণের অর্থ প্রাপ্তির এক (০১) বছর পর এবং ফ্ল্যাট ক্রয়ের ক্ষেত্রে ঋণের অর্থ প্রাপ্তির ছয় (০৬) মাস পর ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক মাসিক ঋণ পরিশোধ আরম্ভ হবে।

(খ) ঋণের মাসিক কিস্তি আদায় পদ্ধতি:

- (১) ঋণ গ্রহীতা যে ব্যাংক হতে ঋণ গ্রহণ করবে সে ব্যাংকে তার মাসিক বেতনের হিসাব খুলতে হবে। ঋণ গ্রহীতার মাসিক বেতন/ভাতা (বেবিচ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত ভর্তুকির অংশসহ) বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত ব্যাংক হিসাবে জমা হবে।
- (২) ঋণের কিস্তি ঋণ গ্রহীতার বেতন হিসাব হতে ঋণের মেয়াদকাল পর্যন্ত মাসিক ভিত্তিতে কর্তন করা হবে।
- (৩) ঋণ গ্রহীতার ব্যাংক হিসাব হতে প্রতি মাসে বেতন/ভাতা/ভর্তুকি জমা হওয়ার পর ঋণের কিস্তির টাকা প্রথমেই বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান কর্তন করবে এবং অবশিষ্ট অর্থ ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক উত্তোলনযোগ্য হবে।
- (৪) ঋণ গ্রহীতা যদি অন্যত্র বদলী হয়ে যান তাহলে তাঁর সর্বশেষ বেতন সনদে গৃহ নির্মাণ ঋণের কিস্তি কর্তনের বিষয়টি উল্লেখ করা হবে এবং প্রয়োজন হলে নতুন কর্মস্থলে তাঁর বর্তমান ব্যাংক হিসাব স্থানান্তর করে নিতে হবে।
- (৫) ঋণ গ্রহীতার অবসর গ্রহণের ক্ষেত্রে, ঋণ গ্রহীতা তাঁর পিআরএল সময়কাল পর্যন্ত বেবিচ কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত সুদ বাবদ ভর্তুকি সুবিধা প্রাপ্য হবেন। অবসর গ্রহণের পর বেবিচ কর্তৃপক্ষ কোনো ভর্তুকি প্রদান করবে না।
- (৬) অবসর গ্রহণের পর ঋণ গ্রহীতার ঋণের কিস্তি অপরিশোধিত থাকলে সুদের হার অপরিবর্তিত রেখে (৯%) প্রতিষ্ঠান-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে অবশিষ্ট ঋণ পুনর্গঠন (Re-arrange) করে নিতে পারবেন।
- (৭) অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীর পুনঃতফসিলকৃত ঋণের মাসিক কিস্তি আদায় নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ঋণ গ্রহীতার মাসিক পেনশনের টাকা বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের পূর্ব নির্ধারিত ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে পরিশোধের ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে।

(গ) স্বেচ্ছায় অবসর, চাকুরিচ্যুতি বা বাধ্যতামূলক অবসর প্রাপ্তির ক্ষেত্রে আদায় পদ্ধতি:

- (১) কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী (ঋণগ্রহীতা) স্বেচ্ছায় চাকুরি ত্যাগ করলে অথবা বেবিচ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীকে (ঋণগ্রহীতাকে) বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান/চাকুরি হতে বরখাস্ত/চাকুরিচ্যুত করা হলে আদেশ জারির তারিখ হতে ঋণের অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য সুদ বাবদ প্রদত্ত ভর্তুকি সুবিধা প্রত্যাহার করা হবে।
- (২) এ ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতাকে বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব পোর্টফোলিও অনুযায়ী নির্ধারিত সুদ প্রদান করতে হবে। অপরিশোধিত অর্থ (যদি থাকে) সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর পেনশন সুবিধা/আনুতোষিক হতে আদায় করা হবে।

(ঘ) ঋণ গ্রহিতার মৃত্যু হলে আদায় পদ্ধতি:

- (১) কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী (ঋণগ্রহীতা) মৃত্যুবরণ করলে সেক্ষেত্রে তাঁর পারিবারিক পেনশন দ্বারা সুদের হার অপরিবর্তিত রেখে (৯%) যতটুকু কিস্তি পরিশোধ করা যায় সে পরিমাণ আদায় সাপেক্ষে অবশিষ্ট ঋণের অংশ তাঁর প্রাপ্য আনুতোষিক হতে জমা প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।
- (২) যদি আনুতোষিক এবং প্রাপ্য পারিবারিক পেনশন দ্বারা সম্পূর্ণ ঋণ আদায় নিশ্চিত না হয় তাহলে, তাঁর উত্তরাধিকারীর নিকট হতে সুদের হার অপরিবর্তিত রেখে অপরিশোধিত টাকা আদায়যোগ্য হবে।
- (৩) এক্ষেত্রে অপরিশোধিত পাওনা আদায়ের জন্য বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের প্রচলিত নিয়ম পরিপালনযোগ্য হবে।

৮। বেবিচ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সুদ বাবদ ভর্তুকি প্রদান পদ্ধতি:

- (ক) এ নীতিমালায় অনুচ্ছেদ { ৭ (গ) (৩)}-তে উল্লেখিত মডেল সিডিউল অনুযায়ী প্রতিটি ঋণ হিসাবে কেইস-টু-কেইস ভিত্তিতে সুদ বাবদ প্রাপ্য মাসিক ভর্তুকির পরিমাণ নির্ধারণ করা হবে। মঞ্জুরী বোর্ডের সুপারিশ অনুযায়ী বেবিচ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর (ঋণ গ্রহীতা) নামে জারিকৃত মঞ্জুরী আদেশ অনুযায়ী উক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীর বেতন বিলের সাথে বেবিচ কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত ভর্তুকি বাবদ সুদের অংশ যুক্ত হবে।
- (খ) বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর মাসিক বেতন/ভাতা ব্যাংক হিসাবে জমা হলে উক্ত হিসাব হতে ঋণের পূর্ণ কিস্তি আদায় করবে যাতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্তৃক প্রদেয় আসল ও সুদ এবং বেবিচ কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত ভর্তুকি বাবদ সুদের অর্থ অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

৯। ঋণ গ্রহিতার সংখ্যা নির্ধারণ ও নির্বাচন প্রক্রিয়া:

- (ক) গৃহ নির্মাণ / জমিসহ তৈরি বাড়ি/ফ্ল্যাট ক্রয়ের ক্ষেত্রে ঋণের ভর্তুকি বাবদ বেবিচ কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট অর্থ-বহরের বাজেটে ঋণ বাবদ নির্দিষ্ট আর্থিক বরাদ্দ রাখবে।
- (খ) বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ সরাসরি বেবিচ কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিকট হতে ঋণের আবেদন অনলাইনে (Online) গ্রহণ করবে এবং যথাযথ প্রক্রিয়া (Due diligence) অনুসরণ পূর্বক বাছাই কার্য সম্পন্ন করবে। প্রাপ্ত আবেদনের ক্রমানুসারে ঋণ প্রদান করা হবে।
- (গ) বেবিচ কর্তৃপক্ষের একজন কর্মকর্তা/কর্মচারী এ নীতিমালার আওতায় একবারে একটি বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান বরাবরে আবেদন করতে পারবে। তবে ঋণ প্রাপ্তির সকল যোগ্যতা থাকলে এবং শর্ত পূরণ করা সত্ত্বেও বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের অপারগতার কারণে তাঁর আবেদন গৃহীত না হলে তিনি অপর কোনো বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের বরাবরে আবেদন দাখিল করতে পারবেন।

১০। বেবিচ কর্তৃপক্ষের সাথে চুক্তি সম্পাদন:

বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান এই নীতিমালার আওতায় বেবিচ কর্তৃপক্ষের সাথে একটি সমঝোতা স্মারক/চুক্তি সম্পাদনপূর্বক বেবিচ কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রদান কার্যক্রম শুরু করবে।

১১। মনিটরিং:


বেবিচ কর্তৃপক্ষের প্রশাসন বিভাগ এবং অর্থ ও হিসাব বিভাগ যৌথভাবে এই নীতিমালার বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ করবে।

১২। অস্পষ্টতা দূরীকরণ:

(ক) এই নীতিমালায় বাস্তবায়নে কোনো অস্পষ্টতা দেখা দিলে সরকারি কর্মচারীদের জন্য ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালার সর্বশেষ নির্দেশনার আলোকে বেবিচ কর্তৃপক্ষ এবং বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে নিষ্পত্তি করা যাবে।

(খ) সরকারি কর্মচারীদের জন্য ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রদান নীতিমালা- ২০১৮ এ সময় সময় সরকার কর্তৃক কোন সংশোধনী আনয়ন করা হলে তা বেবিচ কর্তৃপক্ষের গৃহ নির্মাণ ঋণ নীতিমালা- ২০২১ এর ক্ষেত্রেও কার্যকর হবে।

১৩। এ নীতিমালাটি বেবিচ কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কল্যাণার্থে প্রণয়ন ও জারি করা হলো।



পরিচালক (প্রশাসন)

বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ

ফোন-০২-৮৯০১৪১২